দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

9

বাংলাদেশে কৃষিশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব

১৯৩৮ সালে শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক কর্তৃক ঢাকার তেজগাঁয়ে বাংলাদেশ কৃষি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কৃষিশিক্ষার প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। পরে ১৯৬১-৬২ সালে ময়মনসিংহে দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কৃষি শিক্ষার আর একটি সংযোজন আশির দশকে তদানীন্তন সরকারের একজন প্রভাবশালী আমলার চেষ্টায় পটুয়াখালীর দুমকিতে সেখানকার জনতা কলেজকে কেন্দ্র করে দেশের দ্বিতীয় কলেজটির প্রতিষ্ঠা। এ ক্ষেত্রে আরো একটি সংযোজন ।৪/৫ বছর আগে গাজীপুরের সালনায় প্রতিষ্ঠিত 'ইনষ্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা)। অতি সম্প্রতি উত্তর বংগের দিনাজপুরে হাজী দানেশ কৃষি কলেজের প্রতিষ্ঠা। দেশের কৃষি শিক্ষায় নবতর সংযোজন। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর সে কারণেই আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চাই--উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এগুলি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন এবং তাতে দেশ ও দশের উপকার হবে।

১। বিজ্ঞজনেরা মনে করেন কৃষি শিক্ষা অঞ্চলভিত্তিক হওয়া উচিত। বর্তমানে আমাদের দেশে চারটি বিভাগের মধ্যে তিনটিতে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। নেই শুধু চট্টগ্রাম বিভাগে। কাজেই কুমিল্লার কোট বাড়ীতে "বার্ড" কে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এ অভাব পূরণ করা যেতে পারে। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই এম, এসসি ডিগ্রী প্রদান করার জন্য 'বার্ড' বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছে। তাছাড়া বেশ কিছু দিন যাবৎ চট্টগ্রাম বিভাগে একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের জন্য পত্রিকায় লেখা লেখি হয়ে আসছে।

২। অচিরেই বাংলাদেশ কৃষি ইনষ্টিটিউট তেজগাঁও ঢাকাকে গাজীপুরের সালনায় অবস্থিত ইনষ্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার" এর সংগে যুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বর্তমানে প্রতিষ্ঠান দুইটির একটার গোড়া আছে মাথা নেই আর অন্যটির মাথা আছে কিন্তু গোড়া নেই। কাজেই একত্র করলে দু'টা মিলে একটা শক্তিশালী পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যাবে যেখান থেকে বি, এসসি; এম,এসসি, এমফিল পি, এইচ, ডিও দেয়া যাবে।

৩। দুমকির পটুয়াখালী কৃষি কলেজকে তার নিজের টিকে থাকা এবং উন্নতির জন্য অচিরেই বরিশালে স্থানান্তর করা একান্ত প্রয়োজন। দেশ ও দশের স্বার্থেই তা অতি সত্বর করা উচিত। বর্তমান অবস্থায় বলতে গেলে নিতান্ত অজপাঁয় এটা গড়ে উঠতে পারছে না। গত কয়েক বছরে এর তেমন কোন উন্নতি হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির তেমন কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এখানে ভৌত সুবিধার বড় অভাব, অনেক টাকা পয়সা খরচ করেও আগামী ২০ বছরেও এই কলেজকে ভাল অবস্থায় আনা যাবে বলে মনে হয় না। এখনও অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়ে যায় নি। তাই এখনও এটাকে বরিশালে স্থানান্তর করা উচিত। হাজী দানেশ কলেজকে যেমন দিনাজপুর "এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট" (এটিআই)-এ স্থাপন করা হয়েছে। এটাকেও তেমনি বরিশাল "এটিআই"তে স্থাপন করা যায়। এতে তার বর্তমান ভৌত অসুবিধা অনেকাংশে দূর হবে। এছাড়া কৃষির সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যেমন বি,এ,আর,আই এবং বি, আর,আই ইত্যাদির সংগে যোগাযোগের ফলে বরিশালের উন্নতি অনেক তাড়াতাড়ি হবে।

৪। তাছাড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কৃষি কলেজগুলিকেও বি,এ,আর,আই; তথা কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয় বলে অনেকেই মনে করেন এবং এতে বর্তমান অবস্থারও অনেক উন্নতি হবে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

ডঃ আবদুল খালেক পাটোয়ারী
সহযোগী অধ্যাপক,
কীটতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি প্রসঙ্গ

এবার ৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি সার্কুলারে যে নিয়মটি অনেককে অনেকটা বিস্মিত করেছে তা হলো অনিয়মিত প্রার্থীদের বেলায় প্রতি বছরের জন্য ২৫ নম্বরের পরিবর্তে ৫০ নম্বর করে কাটার সিদ্ধান্ত। অথচ অনিয়মের জন্য প্রতি বছরের ক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষার নম্বর থেকে ২৫ নম্বর করে বাদ যাবে সম্বলিত সার্কুলার বেশ কিছুদিন আগে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় ২৫ নম্বরের স্থলে ৫০ নম্বর এবং যারা ১৯৮৪ সালে এসএসসি পাস করেছে তাদের ক্ষেত্রে অনিয়মের জন্য সর্বমোট ১০০ নম্বর কাটার সিদ্ধান্ত অনেক ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীকে নিরাশ করেছে। কর্তৃপক্ষ পুরাতন অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করেছেন বলে মনে হয়।

আশাকরি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন।

কামাল, নাহিদ, টিপু, ফয়সল
আবরখানা, সিলেট।